দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

গার্মেন্টসে করপোরেট কর কমিয়ে ফের ১০ শতাংশ করা হচ্ছে :বাণিজ্যমন্ত্রী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ ইং ০০:০০ মিঃ

গার্মেন্টস খাতের আয়ের উপর বিদ্যমান কর্পোরেট কর ৩৫ শতাংশ হারে কর কমিয়ে ১০ শতাংশ করার বিষয়ে সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিগগিরই তা কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। গতকাল বিজিএমইএ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। বিলুপ্ত ছিটমহলের বাসিন্দাদের প্রশিক্ষণ শেষে গার্মেন্টস কারখানায় চাকরি দেয়া উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বর্তমানে রপ্তানিকারকরা রপ্তানি পণ্যের উপর দশমিক ৬০ শতাংশ হারে ডেস কর দেন যা চূড়ান্ত কর হিসেবে গণ্য। আগে এটি ১০ শতাংশ কর হিসাব করা হতো। ফলে আগে গার্মেন্টস মালিকরা বৈধপথে মুনাফা বেশি দেখানোর সুযোগ পেতেন। কিন্তু চলতি অর্থবছর এ সুবিধা প্রত্যাহার করে অন্যান্য কোম্পানির ন্যায় ৩৫ শতাংশ হারে কর হিসাব করা হয়। এতে কার্যত সরকারের ঘরে বেশি অর্থ না আসলেও রপ্তানিকারকদের প্রদর্শিত বা বৈধ অর্থ অর্থ বেশি দেখানের সুযোগটি চলে যায়। যেমন ডেস কর হিসেবে কোন গার্মেন্টস রপ্তানিকারক ১০ লাখ টাকা কর দিলেন। এতে ১০ শতাংশ কর হিসাব করা হলে তিনি ১ কোটি টাকা আয় করেছেন বলে ধরা হয়। এ অর্থ তিনি বৈধভাবে দেখাতে পারতেন। কিন্তু এটি ৩৫ শতাংশ করায় সরকার ডেস কর সরকার ১০ লাখ টাকাই পেল কিন্তু মালিকের মুনাফা দেখায় মাত্র ২৮ লাখ ৫৭ হাজার টাকা। অর্থাত্ কার্যত তিনি বেশি আয় করা সত্ত্বেও প্রদর্শিত কিংবা বৈধ আয় হিসেবে তা দেখাতে পারলেন না। ফলে তাদের বিনিয়োগযোগ্য অর্থ কমে যাচ্ছিল। অভিযোগ রয়েছে, অন্যান্য খাতের আয় থেকে কর ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে ১০ শতাংশ করহারের (৩৫ শতাংশ না দিয়ে) সুবিধা নিয়ে আসছিলেন। বিজিএমইএ নেতারা দীর্ঘদিন থেকেই ৩৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

এ সময় বাণিজ্যমন্ত্রী সাম্প্রতিক রপ্তানির বাড়ার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ২০১৬ সাল ভালো যেতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকলে অর্থনীতি কীভাবে এগিয়ে যায় বর্তমান অবস্থা তার প্রমাণ। তিনি বলেন, গত বছর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও ইউরোপের মুদ্রা ইউরো'র দরপতনের কারণে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি। কিন্তু এবার ৩ হাজার ৩শ' কোটি ডলার লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হলেও তা ৩ হাজার ৪শ' কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে। এ সময় তিনি খানিকটা রসিকতা করে নিজেকে বিজিএমইএ'র প্রতিনিধি উল্লেখ করে বলেন, বিজিএমইএ'র দাবির শেষ নেই। আমি নিজেও এখন বিজিএমএ'র প্রতিনিধি হিসেবে সরকারের সঙ্গে কাজ করছি।

অনুষ্ঠানে বিলুপ্ত ছিটমহলের নতুন করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৯ জনকে সনদ ও কারখানায় চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেয়া হয়। সম্প্রতি এসএ গেমসে স্বর্ণপদক জেতা মাবিয়া আক্তার সীমান্ত ও মাহফুজা খাতুনকেও অনুষ্ঠানে সম্মাননা জানানো হয়। এ সময় তাদের হাতে পদক তুলে দেয়ার পাশাপাশি ১ লাখ টাকা করে দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বিজিএমইএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ নাসির, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আনোয়ারুল করীম, স্কিল্স ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট (এসইআইপি) প্রকল্পের নির্বাহী পরিচালক আব্দুর রউফ তালুকদার বক্তব্য রাখেন। বিজিএমইএ'র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত